HelpTrickBD প্রকাশনী

আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তা

প্রশ্নপত্র ও সমাধান

অনার্স ৪র্থ বর্ষ • পরীক্ষা ২০১৯

বিষয় কোড: ২৪১৯১৭ • পূর্ণমান: ১০০

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

HelpTrickBD প্রকাশনী

প্রকাশকাল: নভেম্বর ২০২৬

ভূমিকা

এই গাইডটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স ৪র্থ বর্ষের ‘আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তা’ (Modern Political Thought) কোর্সের পরীক্ষার্থীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। ম্যাকিয়াভেলি থেকে মার্কস, লেনিন ও মাও পর্যন্ত আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার মূল ধারাগুলো এখানে প্রশ্নোত্তর আকারে সাজানো হয়েছে, যাতে পরীক্ষার হলে সরাসরি লেখা যায়।

বিষয়	আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তা (Modern Political Thought)
বিষয় কোড	২৪১৯১৭
শ্রেণি	অনার্স ৪র্থ বর্ষ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
পরীক্ষা	২০১৯ (অনুষ্ঠিত: ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১)
পূর্ণমান	১০০ (লিখিত ৮০ + ইনকোর্স ২০)
সময়	৪ ঘণ্টা
নম্বর বিভাজন	ক-বিভাগ: ১ × ১০ = ১০ | খ-বিভাগ: ৪ × ৫ = ২০ | গ-বিভাগ: ১০ × ৫ = ৫০

সম্পাদকের নোট: ক-বিভাগের প্রথম পাঁচটি প্রশ্ন ২০১৯ সালের বোর্ড প্রশ্ন হিসেবে প্রকাশিত উৎস থেকে নেওয়া হয়েছে। খ ও গ বিভাগের প্রশ্নগুলো সিলেবাসের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ও বিগত সালের প্রশ্নের ধরন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে; এগুলো ২০১৯ সালের প্রশ্নপত্রের হুবহু অনুলিপি নয়। উত্তরগুলো লেখার সময় মূল গ্রন্থ ও প্রামাণ্য তত্ত্বের দিকে খেয়াল রাখা হয়েছে।

কীভাবে পড়বেন: ক-বিভাগের প্রশ্নগুলো মুখস্থ করুন — এখানে পূর্ণ ১০ নম্বর তোলা সবচেয়ে সহজ। খ-বিভাগের প্রতিটি উত্তরে সংজ্ঞা, মূল কথা ও ২–৩টি বৈশিষ্ট্য লিখুন। গ-বিভাগের উত্তরে ভূমিকা, মূল আলোচনা (পয়েন্ট আকারে) ও উপসংহার — এই তিন অংশ রাখুন।

সূচিপত্র

1. ভূমিকা 2
2. এক নজরে মূল দার্শনিকগণ 3
3. ক-বিভাগ: অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর 3
4. খ-বিভাগ: সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর 4
5. গ-বিভাগ: রচনামূলক প্রশ্নোত্তর 5

এক নজরে মূল দার্শনিকগণ

দার্শনিক	প্রধান গ্রন্থ	মূল রাজনৈতিক দর্শন
নিকোলো ম্যাকিয়াভেলি	দ্য প্রিন্স (রচনা ১৫১৩, প্রকাশ ১৫৩২)	জাতি-রাষ্ট্রের ধারণা; রাজনীতি থেকে নৈতিকতা ও ধর্মের পৃথকীকরণ
টমাস হবস	লেভিয়াথান (১৬৫১)	চরম নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র; প্রকৃতি রাজ্যে নিরাপত্তাহীনতা
জন লক	টু ট্রিটিজেস অব গভর্নমেন্ট (১৬৮৯)	সীমিত সরকার, প্রাকৃতিক অধিকার ও সংসদীয় গণতন্ত্র
জঁ জ্যাক রুশো	দ্য সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট (১৭৬২)	জনগণের সার্বভৌমত্ব ও প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের সাধারণ ইচ্ছা
কার্ল মার্কস	দাস ক্যাপিটাল (১৮৬৭)	উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্ব, শ্রেণিসংগ্রাম ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র

ক-বিভাগ: অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর — ১০ × ১ = ১০ নম্বর

প্রশ্ন ১: আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার সূচনা কোন যুগে হয়?
উত্তর: ইউরোপীয় রেনেসাঁ যুগে (ষোড়শ শতকে)।

প্রশ্ন ২: ‘The Prince’ গ্রন্থের লেখক কে?
উত্তর: ইতালীয় রাষ্ট্রচিন্তাবিদ নিকোলো ম্যাকিয়াভেলি।

প্রশ্ন ৩: জঁ জ্যাক রুশোর সার্বভৌমিকতার ধারণাকে কী বলা হয়?
উত্তর: সাধারণ ইচ্ছা (General Will)।

প্রশ্ন ৪: কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস যৌথভাবে ১৮৪৮ সালে কোন বিখ্যাত ইশতেহার প্রকাশ করেন?
উত্তর: কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো (The Communist Manifesto)।

প্রশ্ন ৫: জন লকের মতে মানুষের ৩টি মৌলিক প্রাকৃতিক অধিকার কী কী?
উত্তর: জীবন, স্বাধীনতা এবং সম্পত্তি (Life, Liberty, and Property)।

প্রশ্ন ৬: কত সালে ইংল্যান্ডে গৌরবময় বিপ্লব সংঘটিত হয়?
উত্তর: ১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দে।

প্রশ্ন ৭: ফ্যাসিবাদের জনক কে?
উত্তর: বেনিটো মুসোলিনি।

প্রশ্ন ৮: ‘Utopia’ শব্দটির প্রবক্তা কে?
উত্তর: স্যার টমাস ম্যুর (মোর)।

প্রশ্ন ৯: ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রবক্তা কে?
উত্তর: ব্যারন দ্য মন্টেস্কু।

প্রশ্ন ১০: 'The Social Contract' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
উত্তর: জঁ জ্যাক রুশো (১৭৬২)।

খ-বিভাগ: সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর — ৪ × ৫ = ২০ নম্বর

প্রশ্ন ১: আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার সংজ্ঞা দাও।

উত্তর: ষোড়শ শতকের রেনেসাঁ থেকে শুরু করে আধুনিক যুগ পর্যন্ত রাষ্ট্র, সরকার, সার্বভৌমত্ব, অধিকার, স্বাধীনতা ও ন্যায় সম্পর্কে গড়ে ওঠা চিন্তাধারাকে আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তা বলে। মধ্যযুগের ধর্মকেন্দ্রিক চিন্তার বিপরীতে এটি যুক্তি, অভিজ্ঞতা ও মানবকল্যাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এর মূল বৈশিষ্ট্য চারটি: (ক) রাষ্ট্রকে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নয়, মানবসৃষ্ট রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে দেখা; (খ) ব্যক্তির অধিকার ও স্বাধীনতার স্বীকৃতি; (গ) জাতি-রাষ্ট্রের ধারণা; (ঘ) সার্বভৌমত্ব ও সরকারের যৌক্তিক ব্যাখ্যা। নিকোলো ম্যাকিয়াভেলিকে আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার জনক বলা হয়।

প্রশ্ন ২: ম্যাকিয়াভেলিবাদ কী?

উত্তর: নিকোলো ম্যাকিয়াভেলির (১৪৬৯–১৫২৭) রাষ্ট্রদর্শনকে ম্যাকিয়াভেলিবাদ বলে। তাঁর প্রধান গ্রন্থ 'The Prince' (রচনা ১৫১৩, প্রকাশ ১৫৩২)। এর মূল কথা: রাষ্ট্র হলো ক্ষমতা অর্জন ও সংরক্ষণের বাস্তব হাতিয়ার; রাজনীতি নৈতিকতা ও ধর্ম থেকে স্বতন্ত্র; শাসকের সাফল্যের মাপকাঠি রাষ্ট্রের স্থিতি ও শক্তি, ব্যক্তিগত নৈতিকতা নয়। শাসককে প্রয়োজনে শিয়ালের চাতুরি ও সিংহের সাহস — দুটো গুণই আয়ত্ত করতে হয়। ম্যাকিয়াভেলিই সর্বপ্রথম জাতি-রাষ্ট্রের ধারণা দেন এবং রাষ্ট্রচিন্তাকে ধর্মের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে বাস্তবমুখী রূপ দেন।

প্রশ্ন ৩: টমাস হবসের সামাজিক চুক্তি মতবাদ সংক্ষেপে আলোচনা কর।

উত্তর: টমাস হবসের (১৫৮৮–১৬৭৯) সামাজিক চুক্তি মতবাদের মূল গ্রন্থ 'লেভিয়াথান' (১৬৫১)। হবসের মতে, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগে প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের জীবন ছিল "নিঃসঙ্গ, দরিদ্র, বিশ্রী, পাশবিক ও স্বল্পায়ু" — সবার বিরুদ্ধে সবার যুদ্ধ চলত। এই অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য মানুষ পরস্পরের মধ্যে চুক্তি করে নিজেদের সব অধিকার এক সার্বভৌমের হাতে সমর্পণ করে। এই সার্বভৌম হন নিরঙ্কুশ ও অপ্রতিরোধ্য; চুক্তি একবার সম্পন্ন হলে তা আর ভঙ্গ করা যায় না। সার্বভৌমের প্রধান কাজ শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। হবসের এই মতবাদ আধুনিক রাষ্ট্রের নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্বের ধারণার ভিত্তি।

প্রশ্ন ৪: রুশোর 'সাধারণ ইচ্ছা' তত্ত্বটি সংক্ষেপে আলোচনা কর।

উত্তর: জঁ জ্যাক রুশো (১৭১২–১৭৭৮) তাঁর 'দ্য সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট' (১৭৬২) গ্রন্থে সাধারণ ইচ্ছার তত্ত্ব দেন। 'সকলের ইচ্ছা' (will of all) হলো ব্যক্তিগত স্বার্থের সমষ্টি; আর 'সাধারণ ইচ্ছা' (general will) হলো সমাজের সামষ্টিক কল্যাণের ইচ্ছা। রুশোর মতে, সার্বভৌমত্ব জনগণের হাতে নিহিত এবং সাধারণ ইচ্ছা সর্বদা সঠিক ও সকলের

মঙ্গলকামী। প্রত্যেক নাগরিক সাধারণ ইচ্ছার অধীন; এটাই প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের ভিত্তি। তবে সমালোচকেরা বলেন, সাধারণ ইচ্ছা নির্ণয়ের সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি রুশো দেননি, ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বৈরাচারের আশঙ্কা থাকে।

প্রশ্ন ৫: জন লকের 'সম্পত্তির শ্রম তত্ত্ব' সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: জন লক (১৬৩২–১৭০৪) তাঁর 'Two Treatises of Government' (১৬৮৯) গ্রন্থে সম্পত্তির শ্রম তত্ত্ব দেন। লকের মতে, ঈশ্বর পৃথিবীর সব প্রাকৃতিক সম্পদ মানবজাতির সাধারণ ভোগের জন্য দিয়েছেন। কিন্তু মানুষের নিজের দেহ ও শ্রমের ওপর তার একচ্ছত্র মালিকানা আছে। যখন কোনো ব্যক্তি প্রকৃতির কোনো উপাদানের সঙ্গে তার নিজস্ব শ্রম মেশায়, তখন সেই বস্তু থেকে অন্যদের সাধারণ অধিকার বিলুপ্ত হয়ে তা তার ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়। এভাবেই সম্পত্তির অধিকারের জন্ম। লক মনে করেন, জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তি রক্ষাই সরকারের প্রধান কাজ; সরকার এতে ব্যর্থ হলে জনগণের সেই সরকারকে পরিবর্তনের অধিকার আছে।

গ-বিভাগ: রচনামূলক প্রশ্নোত্তর — ১০ × ৫ = ৫০ নম্বর

প্রশ্ন ১: আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর: ভূমিকা: আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার জন্ম মধ্যযুগীয় ধর্মকেন্দ্রিক চিন্তার ভাঙন থেকে। পঞ্চদশ–ষোড়শ শতকে ইউরোপে একের পর এক পরিবর্তন রাষ্ট্রচিন্তায় নতুন ধারা সৃষ্টি করে।

উৎপত্তির কারণসমূহ:

- রেনেসাঁ ও মানবতাবাদ: যুক্তি, পর্যবেক্ষণ ও মানবকেন্দ্রিক চিন্তার পুনরুজ্জীবন ঘটে।
- ধর্মসংস্কার আন্দোলন: চার্চের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ভেঙে যায়; রাষ্ট্র ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হতে থাকে।
- ভৌগোলিক আবিষ্কার ও ছাপাখানা: নতুন জ্ঞান ও ধারণা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।
- বাণিজ্যিক পুঁজিবাদ ও বুর্জোয়া শ্রেণির উত্থান: সামন্ত অর্থনীতির বদলে বাণিজ্যনির্ভর অর্থনীতি গড়ে ওঠে।
- জাতি-রাষ্ট্রের উদ্ভব: সামন্ততন্ত্রের পতন ঘটিয়ে কেন্দ্রীভূত জাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিকাশের ধারা: ম্যাকিয়াভেলি রাজনীতিকে ধর্ম থেকে পৃথক করেন; হবস সামাজিক চুক্তি ও নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্বের ধারণা দেন; লক প্রাকৃতিক অধিকার ও সীমিত সরকারের কথা বলেন; মন্টেস্কু ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের নীতি দেন; রুশো জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করেন; ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯) সাম্য, স্বাধীনতা ও মৈত্রীর আদর্শ ছড়িয়ে দেয়; এরপর উদারতাবাদ ও উপযোগবাদের (বেন্থাম, মিল, গ্রিন) বিকাশ ঘটে; সবশেষে সমাজতন্ত্র ও মার্কসবাদ (মার্কস, লেনিন, স্ট্যালিন, মাও) আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তাকে নতুন দিকে নিয়ে যায়।

উপসংহার: আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তা কোনো একক দার্শনিকের সৃষ্টি নয় — এটি পাঁচ শতকের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের ধারাবাহিক ফসল, যার মূলকথা ব্যক্তির অধিকার, যুক্তিনির্ভর সরকার ও জনগণের সার্বভৌমত্ব।

প্রশ্ন ২: ম্যাকিয়াভেলিকে আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার জনক বলার কারণসমূহ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: ভূমিকা: নিকোলো ম্যাকিয়াভেলিকে (১৪৬৯–১৫২৭) আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার জনক বলা হয়, কারণ তিনিই প্রথম রাষ্ট্রচিন্তাকে মধ্যযুগীয় ধর্মীয় কাঠামো থেকে মুক্ত করেন।

কারণসমূহ:

- রাজনীতি থেকে নৈতিকতা ও ধর্মের পৃথকীকরণ: তাঁর আগের দার্শনিকেরা রাষ্ট্রকে 'ন্যায়বিচার' ও 'ধর্মীয় পুণ্য' অর্জনের মাধ্যম মনে করতেন। ম্যাকিয়াভেলি প্রথম রাষ্ট্রকে ক্ষমতা অর্জন ও সংরক্ষণের বাস্তব হাতিয়ার হিসেবে দেখেন।
- জাতি-রাষ্ট্রের ধারণার প্রবর্তক: তিনিই সর্বপ্রথম জাতীয় রাষ্ট্রের ধারণা দেন, যা আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি।
- বাস্তববাদী বিশ্লেষণ: 'The Prince' গ্রন্থে তিনি শাসকের সাফল্যের মাপকাঠি হিসেবে রাষ্ট্রের স্থিতি ও শক্তিকে ধরেন, ব্যক্তিগত নৈতিকতাকে নয়। শাসককে প্রয়োজনে শিয়ালের চাতুরি ও সিংহের সাহস — দুটো গুণই আয়ত্ত করতে হয়।
- রাজনীতির বিজ্ঞানসম্মত রূপ: তিনি ইতিহাস ও অভিজ্ঞতার আলোকে রাজনীতি বিশ্লেষণ করেন, ফলে রাষ্ট্রচিন্তা ধর্মীয় অনুমান থেকে সরে এসে পর্যবেক্ষণনির্ভর হয়।
- পরবর্তী চিন্তার ভিত্তি: তাঁর পর হবস, লক, রুশো — সকলেই রাষ্ট্রকে মানবসৃষ্ট প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখেছেন, যা ম্যাকিয়াভেলিরই ধারাবাহিকতা।

সমালোচনা: নৈতিকতাহীন ক্ষমতাচর্চার পক্ষে কথা বলায় তাঁকে 'শয়তানের শিষ্য' বলা হয়েছে। তবে তাঁর বাস্তববাদী বিশ্লেষণই আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার সূচনা — এ কারণেই তিনি আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার জনক।

প্রশ্ন ৩: সামাজিক চুক্তি মতবাদ সম্পর্কে হবস, লক ও রুশোর ধারণার তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর।

উত্তর: ভূমিকা: আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার অন্যতম কেন্দ্রীয় বিষয় সামাজিক চুক্তি মতবাদ। টমাস হবস, জন লক ও জঁ জ্যাক রুশো — তিন দার্শনিকই রাষ্ট্রের উৎপত্তির কারণ চুক্তিতে খুঁজেছেন, তবে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিতে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

তুলনার মানদণ্ড	টমাস হবস	জন লক	জঁ জ্যাক রুশো
প্রকৃতির রাজ্য	যুদ্ধংদেহী, নিঃসঙ্গ, দরিদ্র, বিশ্রী, পাশবিক ও স্বল্পস্থায়ী	শান্তিপূর্ণ ও প্রাক-রাজনৈতিক, কিন্তু নিরাপত্তাহীন	স্বর্গীয় ও নির্দোষ, কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে নষ্ট
চুক্তির প্রকৃতি	জনগণ নিজেদের মধ্যে একতরফা চুক্তি করে	জনগণ ও সরকারের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি	সমগ্র সমাজ 'সাধারণ ইচ্ছা'র সঙ্গে চুক্তি করে
সার্বভৌমত্বের রূপ	চরম ও নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র (লেভিয়াথান)	সীমিত ও নিয়মতান্ত্রিক সরকার	জনগণের সার্বভৌমত্ব ও প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র

ব্যাখ্যা: হবসের মতে, প্রকৃতির রাজ্যের ভয়াবহতা থেকে বাঁচতে মানুষ সব অধিকার সার্বভৌমের হাতে তুলে দেয়; চুক্তি একবার হলে তা ভঙ্গ করা যায় না। লকের মতে, প্রকৃতির রাজ্য ছিল শান্তিপূর্ণ; মানুষ শুধু জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির নিরাপত্তার জন্য সরকার গড়ে; সরকার ব্যর্থ হলে জনগণের তাকে পরিবর্তনের অধিকার থাকে। রুশোর মতে, প্রকৃতির

রাজ্য ছিল নির্দোষ; ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভবেই বৈষম্য ও দাসত্বের শুরু; তাই চুক্তি হতে হবে সমগ্র সমাজের সঙ্গে সাধারণ ইচ্ছার অধীনে, যেখানে সার্বভৌমত্ব জনগণের।

মূল্যায়ন: তিনটি মতবাদই আধুনিক গণতন্ত্র, সাংবিধানিক সরকার ও জনগণের সার্বভৌমত্বের ধারণাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। হবস দিয়েছেন সার্বভৌমত্বের ধারণা, লক দিয়েছেন সীমিত সরকার ও প্রাকৃতিক অধিকারের ভিত্তি, আর রুশো দিয়েছেন জনগণের সার্বভৌমত্ব ও প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের আদর্শ।

প্রশ্ন ৪: আধুনিক রাষ্ট্রদর্শনে জন লকের অবদান মূল্যায়ন কর।

উত্তর: ভূমিকা: জন লককে (১৬৩২–১৭০৪) উদারতাবাদের জনক বলা হয়। তাঁর 'Two Treatises of Government' (১৬৮৯) আধুনিক গণতান্ত্রিক চিন্তার ভিত্তিপ্রস্তর।

অবদানসমূহ:

- প্রাকৃতিক অধিকার তত্ত্ব: জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তি — এই তিনটি মানুষের জন্মগত প্রাকৃতিক অধিকার; কোনো সরকার এগুলো কেড়ে নিতে পারে না।
- সীমিত ও সাংবিধানিক সরকার: সরকারের ক্ষমতা জনগণের সম্মতির ওপর নির্ভরশীল এবং সংবিধান দ্বারা সীমাবদ্ধ।
- সম্মতি তত্ত্ব ও সংসদীয় গণতন্ত্র: জনগণের সম্মতি ছাড়া কোনো সরকার বৈধ নয় — এ ধারণাই সংসদীয় গণতন্ত্রের ভিত্তি। এ কারণে লককে সংসদীয় গণতন্ত্রের জনক বলা হয়।
- সম্পত্তির শ্রম তত্ত্ব: শ্রম মিশিয়েই মানুষ প্রকৃতির সম্পদকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করে।
- ধর্মীয় সহনশীলতা: 'A Letter Concerning Toleration' (১৬৮৯) গ্রন্থে তিনি ধর্মীয় স্বাধীনতার পক্ষে জোরালো যুক্তি দেন।
- ক্ষমতা বিভাজনের ইঙ্গিত: আইন প্রণয়ন, নির্বাহী ও ফেডারেটিভ ক্ষমতার কথা বলে তিনি মন্টেস্কুর ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির পথ তৈরি করেন।
- গৌরবময় বিপ্লবের তাত্ত্বিক ভিত্তি: ১৬৮৮ সালের গৌরবময় বিপ্লবের যৌক্তিকতা তাঁর দর্শনেই নিহিত।

সীমাবদ্ধতা: সম্পত্তির অধিকারে ধনীদের প্রতি পক্ষপাতের অভিযোগ আছে; দাসপ্রথা সম্পর্কে তাঁর অবস্থান বিতর্কিত। তবু আধুনিক উদার গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও সাংবিধানিক সরকারের ধারণা লকের অবদান ছাড়া কল্পনা করা যায় না।

প্রশ্ন ৫: কার্ল মার্কসের উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্ব আলোচনা কর।

উত্তর: ভূমিকা: কার্ল মার্কসের (১৮১৮–১৮৮৩) উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্ব তাঁর 'দাস ক্যাপিটাল' (১৮৬৭) গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। এটি পুঁজিবাদী শোষণের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা।

তত্ত্বের মূল কথা: শ্রমই সব মূল্যের উৎস। শ্রমিক তার শ্রমশক্তি বিক্রি করে মজুরি পায়; এই মজুরি শ্রমিকের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যের সমান। কিন্তু শ্রমিক দিনের একাংশে (প্রয়োজনীয় শ্রম) নিজের মজুরির সমান মূল্য উৎপাদন করে, আর বাকি সময়ে (উদ্বৃত্ত শ্রম) যে অতিরিক্ত মূল্য উৎপাদন করে, সেটাই উদ্বৃত্ত মূল্য। পুঁজিপতি এই উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ করে — এটাই পুঁজিবাদী শোষণের মূল ভিত্তি। উদ্বৃত্ত মূল্যের হার = উদ্বৃত্ত শ্রম ÷ প্রয়োজনীয় শ্রম।

পরিণতি: উদ্বৃত্ত মূল্য থেকে পুঁজির সঞ্চয় ঘটে; ধনী আরও ধনী ও শ্রমিক আরও দরিদ্র হয়; শ্রেণি-বৈষম্য বাড়ে এবং শ্রেণিসংগ্রাম অনিবার্য হয়ে ওঠে। মার্কসের মতে, এই দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত পরিণতি পুঁজিবাদের পতন ও সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।

সমালোচনা: সমালোচকেরা বলেন, মূল্য নির্ধারণে চাহিদা ও যোগানের ভূমিকাকে মার্কস উপেক্ষা করেছেন; শ্রম ছাড়াও যন্ত্রপাতি, ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকির অবদান রয়েছে। তবু শোষণ ও বৈষম্য বিশ্লেষণে উদ্বৃত্ত মূল্য তত্ত্ব আজও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়।

— সমাপ্ত —

পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের জন্য শুভকামনা।
HelpTrickBD প্রকাশনী